প্রথম আলো
26 SEP 2008

অবৈধ শাখায় ভর্তি হয়ে পাওয়া যায় বৈধ সনদ

...থম পৃষ্ঠার পর

...ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন ...কনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের রাজশাহী ...াখার সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট মো. আরমান ...ালীর যুক্তি, মূল ক্যাম্পাস থেকে সনদ না দিলে ...ক্ষার্থীর ঝুঁকির মধ্যে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, বেসরকারি ...শ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ শাখা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম ...াতিয়ারও এই সনদ। শাখা থেকে টাকা-পয়সা ...কমতো না দিলে সনদ আটকে দেওয়া হয়। ...াখা ও কেন্দ্রের এই বাণিজ্যিক দ্বন্দ্বে টাকা ...রচ করা শিক্ষার্থীদের অনেকেই সনদ পেতে ...য়রানির শিকার হচ্ছেন।

পদোন্নতির জন্য সনদ: বরিশাল শহীদ জিয়াউর রহমান উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ...াব্দুস সালাম বিদ্যালয়ে গণিত পড়ান। নিয়মিত কোর্সে বিজ্ঞানে স্নাতক পাস করেছেন; এখন এশিয়ান ইউনিভার্সিটির বরিশাল শাখায় দূরশিক্ষণে ইসলামের ইতিহাসে স্নাতকোত্তর করছেন।

কারণ জানতে চাইলে আব্দুস সালাম জানান, 'ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে রাখছি। মাধ্যমিক বিদ্যালয় যখন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় হবে, তখন প্রধান শিক্ষক থেকে অধ্যক্ষ হতে চাইলে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির প্রয়োজন হবে।'

একইভাবে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া, বিয়ে, সামাজিক মর্যাদা, বিদেশে চাকরিসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে 'সস্তা এসব সনদ' নিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার জন্য বিএড কোর্স করতেই হয়। একে পুঁজি করে দেশজুড়ে চলছে বিএড সনদ বিক্রির রমরমা ব্যবসা। শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটির রাজশাহী শাখায় গত ২৭ আগস্ট গিয়ে আট-দশজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা হয়। সবাই বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশ নিতে চান। কিন্তু এক দিন পর ২৮ আগস্ট ছিল শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ফরম পূরণের শেষ দিন। আজ-কাল করতে করতে শেষ মুহূর্তে শিক্ষার্থীরা সনদ না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। একজন বয়স্ক অফিস সহকারী ছাড়া তাদের কথা শোনার জন্য কাউকে দেখা যায়নি বিশ্ববিদ্যালয়টির ওই কার্যালয়ে। অফিস সহকারী জানালেন, 'স্যার (কেন্দ্রপ্রধান) ঢাকায় গেছেন সনদ আনতে।'

'এ' গ্রেডের ছড়াছড়ি: শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটির বগুড়া শাখায় গত ২৮ আগস্ট গিয়ে দেখা যায়, শাখার সমন্বয়কারী রঞ্জু শেখের সামনে বিএড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫৩ জন পরীক্ষার্থীর ফল। তালিকাটি নিয়ে দেখা যায়, তাঁদের মধ্যে কমপক্ষে ৪০ জনই 'এ' গ্রেড পেয়েছেন। খুঁটিয়ে দেখতে চাইলে রঞ্জু শেখ বিব্রত হন। তালিকাটি হাতে তুলে নিয়ে বললেন, "এটা একটা সেমিস্টারের ফল। এরা সবাই 'এ' গ্রেড পাবে—এটা দেখে এমন ধারণা করা যাবে না।"

শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটির বগুড়া শাখার ক্লাস নেওয়া হয় শহরের পৌর উচ্চবিদ্যালয়ে। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেলওয়ার হোসেন বলেন, 'এখনকার বিএড ডিগ্রি কতটুকু পড়াশোনা করে পাওয়া যায়, তা জানি না। তবে ১৫-২০ বছর আগে এই ডিগ্রি পাওয়া খুব কঠিন ছিল।'

গত ২১ আগস্ট আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির (আমবান) রাজশাহী শাখায় গিয়ে দেখা যায়, কয়েকজন শিক্ষার্থী পরীক্ষার ফল নিতে এসেছেন। ৪১ জন বিএড পরীক্ষা দিয়েছিলেন। প্রথম শ্রেণী পেয়েছেন সাতজন, দ্বিতীয় শ্রেণী ৩১ জন এবং তিনজনের ফল স্থগিত আছে। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী মোছাম্মৎ জোছনা জানান, 'বোঝেনই তো কতটুকু লেখাপড়া হয়।'

জানা যায়, ২০০৩ সালে ওই শাখা চালু হয়। একসময় শিক্ষার্থী ছিল প্রায় এক হাজার ২০০। এখন সেই সংখ্যা মাত্র ৮০ জন। শাখার পরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ আকরাম বলেন, শাখাটির নিভু নিভু অবস্থা। আইনি জটিলতা নিরসন না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না।

কম পড়া, ভালো ফল: বগুড়া আজিজুল হক কলেজ থেকে ডিগ্রি পাস করেছেন মোহাম্মদ রিপন। গত ২৮ আগস্ট এশিয়ান ইউনিভার্সিটির বগুড়া শাখায় তাঁর সঙ্গে কথা হয়। রিপন জানান, ওই শাখায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হয়েছেন। সরকারি কোনো কলেজে ভর্তি না হয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ শাখায় ভর্তি হওয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমার অনেক বন্ধু এটা করেছে। এর কারণ, দুই থেকে আড়াই বছরের পরিবর্তে এই শাখা থেকে কম সময়ে স্নাতকোত্তর শেষ করা যায়; মোটামুটি ফলাফলের নিশ্চয়তা থাকে।'

প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহীসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণী পেতে ছাত্রছাত্রীরা গলদঘর্ম হয়ে যায়। অনেকেই তৃতীয় বিভাগ পায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে পড়া এক ছাত্রীর মা ওই শহরে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সমন্বয়কারী। ওই শাখা থেকেও ইংরেজিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেওয়া হয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই সমন্বয়কারী জানান, তাঁর মেয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে ৫৬ শতাংশ নম্বর পেতে যে পরিশ্রম করেছে, তা দেখে মা হিসেবে তিনি কষ্ট পেতেন। আবার তাঁর শাখাতেই চার ভাগের এক ভাগ পরিশ্রম না করেই ছেলেমেয়েরা ইংরেজিতে অনায়াসে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ নম্বর পাচ্ছে।

রাজশাহীর একটি পত্রিকায় স্থানীয় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা থেকে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণী পাওয়া একজন ছাত্রের ছবি ছাপা হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ওই ছাত্রটি একাদশ শ্রেণীতে ঢাকার ভালো কোনো কলেজে ভর্তি হতে পারেননি। আবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি ইংরেজিতে ভর্তির সুযোগ পাননি। রাজশাহী কলেজে স্নাতক সম্মানে তৃতীয় বিভাগ পেয়ে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখায় ভর্তি হয়ে প্রথম বিভাগ পাওয়ার ঘটনা ঘটছে।

সাইনবোর্ড, সনদ ও পরিবেশ: এশিয়ান ইউনিভার্সিটির বগুড়া শাখার সাইনবোর্ডে লেখা, 'শিক্ষার নব দিগন্ত'। পুরোনো একটি বাড়ির নিচতলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যালয়। বাইরে থেকে দোতলার ঘরে মশারি, বারান্দায় কাপড়

সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক সনদ বাতিল করলেও আমেরিকা-বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে খুলনায় শিক্ষার্থীদের সনদ দিচ্ছে —ছবি: কামরুল আহসান

অবৈধ শাখায় ভর্তি হয়ে পাওয়া যায় 'বৈধ সনদ'

সনদহীন বিশ্ববিদ্যালয়ও দিচ্ছে সনদ

উচ্চশিক্ষার ফেরিওয়ালা ৩

শরিফুজ্জামান পিন্টু

'আমরা যে শাখা থেকেই সনদ নেই না কেন, তা তো কেউ বুঝতে পারবে না। সনদে লেখা থাকবে মূল বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম।'

খুলনায় অবস্থিত এশিয়ান ইউনিভার্সিটির অবৈধ শাখায় গিয়ে দেখা যায়, একদল শিক্ষার্থী ভবনের সামনে বসে গল্পগুজব করছে। শাখাটির বৈধতা সম্পর্কে জানেন কি না জানতে চাইলে জবাবে একজন শিক্ষার্থী উপরিউক্ত বক্তব্য দেন। উপস্থিত অন্য শিক্ষার্থীরাও তাঁর বক্তব্য সমর্থন করে।

শুধু এশিয়ান নয়, সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ শাখায় ভর্তি হয়ে শিক্ষার্থীরা এই সুবিধা পাচ্ছে। অবৈধ শাখায় 'টাকা দিয়ে পড়ে' বৈধ সনদ পাচ্ছে তারা। তাই এসব শাখার অনুমোদন থাকা না-থাকার তোয়াক্কা করছে না কোনো পক্ষই। এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশ...
সদস্যের তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন...
বিভাগীয় তদন্তসহ আইনি প্রক্রিয়া স...
সরকার যে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের...
সনদ বাতিল করেছে, সেগুলোর এ...
এই আমবান। সরকারের আদেশের...
ওই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উচ্চ আদা...
করলে আদালত নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে...
মূল বিশ্ববিদ্যালয় তো চলছেই; ...
খুলনা, বগুড়া ও রাজশাহীতে অবৈ...
চালানো হচ্ছে।

খুলনায় আমবানের একাডেমি...
মো. ফয়জুর রহমান ৩০ আগ...
'আদালতের আদেশে বিশ্ববিদ্যাল...
আদালত বললেই ভর্তি বন্ধ করব।'

আমবানের আরেকটি শাখা আ...
নিশিন্দারা মণ্ডলপাড়ায়। গত ২৮ অ...
দুজন ছাত্রের দেখা মিলল। ত...
সেমিস্টারে বিবিএ কোর্সে ভর্তি...
বিশ্ববিদ্যালয়টির বৈধতা সম্পর্কে জা...
প্রশ্ন করলে তাঁদের জবাব ছিল, '...
বলেছেন, একজন ছাত্র থাকলেও বি...
চলবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার...
মোস্তফা জামাল বলেন, 'আমরা...
করেছি, আর সরকার আমাদের...
দিয়েছে। এখনো যদি সরকার...
ন্যূনতম সময় দেয়, তাহলে আ...
প্রত্যাহার' করে মানসম্মত প্রতিষ্ঠ...
পারি।'

জাল সনদ কেউ নেয় না: ...
স্নাতকোত্তর পর্যায়ে জাল সনদ...
পাওয়া যায় না। অনুসন্ধানে দেখা...
এক শ্রেণীর নিম্নমানের বিশ্ববিদ্যা...
জাল সনদের টাকায় বিবিএ,...
কম্পিউটার সায়েন্স, ইংরেজিসহ বি...
'বৈধ সনদ' পাওয়া যায়।

প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা...
আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ...
সামছুজ্জামান শাহীন *খুলনা*, কুদ...
বাবু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি...